যায়যায়দিন

তারিখ 13 NOV 2012
পৃষ্ঠা

অতিরিক্ত ভর্তি ফি

শিক্ষাঙ্গনকে বাণিজ্যমুক্ত করতে হবে

প্রত্যেক বাবা-মায়েরই স্বপ্ন থাকে তার সন্তানরা মানুষের মতো মানুষ হোক। আলোকিত হোক শিক্ষার প্রকৃত আলোয়। কিন্তু যখন একটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার নামে পুরোদস্তর বাণিজ্যে নেমে পড়ে তখন তা হয়ে ওঠে দেশের জন্য শঙ্কাজনক। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটা ঠিক, শিক্ষার্থীর তুলনায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তাই বলে নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে যে বাণিজ্য মেতে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা ভয়ানক। শিক্ষার পরিবেশ যদি হয় ব্যবসা বা বাণিজ্যের আখড়া হবে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বাবা-মা যখন তার সন্তানদের ভর্তি করতে চেষ্টা করে আর তখনই এ বাণিজ্য ভয়াবহভাবে শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয় কিন্তু পরিস্থিতি বদলায় না।

সম্প্রতি জানা গেছে, রাজধানীর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো এবারো পরীক্ষার ফি বাবদ নির্ধারিত টাকার চেয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করছে। আর এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিন, মাস, বছর গড়িয়ে যায় কিন্তু তাদের খতিয়ে দেখা আর শেষ হয় না। যাদের বাণিজ্য তারা চালিয়েই যেতে থাকে। এ পরিস্থিতি কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা একবার সরকারের ভেবে দেখা দরকার। কারণ দেশের বেশিরভাগ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার চিত্র সরকারের জানা আছে। এসব পরিস্থিতিতে সন্তানকে লেখাপড়া করাতেই যদি সবকিছু শেষ হয়ে যায়, তবে এ দুর্মূল্যের বাজারে খাবে কী? আরো তো অনেক খরচ আছেই। রাজধানীতে অনেক সুনামধন্য স্কুল-কলেজ আছে, যেসব স্কুল বা কলেজে বাবা-মা চান তার সন্তানকে সেখানেই পড়াতে। আর এ বিষয়গুলোকেই পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অনেক স্কুলই নির্ধারিত ফি-এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ফি আদায়সহ নানা রকম টালবাহানায় অর্থ খসিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। একটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আচরণ কীভাবে এরূপ হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এ বাণিজ্যের ধারা থেকে শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করতে না পারলে যে ফল দাঁড়াবে তা হবে জাতির জন্য ভয়াবহ। যা প্রতিরোধে উচিত এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। আরেকটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি, সম্প্রতি এমন খবর শোনা যাচ্ছে, দেশের সংসদ সদস্যরা স্কুল ভর্তিতে কোটা পাচ্ছে। আমরা মনে করি এটা কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। এতে আরো বৈষম্য বাড়বে এবং জনগণের সরকারের প্রতি অনাস্থা তৈরি হতে পারে।

সার্বিক পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে বাণিজ্যমুখী হয়ে উঠছে তা ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। কারণ অতি বাণিজ্যমুখী মনোভাব কখনো শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে পারে না। তাই যেভাবেই হোক সরকারকে এটা রোধ করতে হবে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবা উচিত যে অতিরিক্ত ফি তারা আদায় করছে; তা দিতে না পারায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। অর্থাৎ ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই- যার টাকা নাই সে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। যার কারণে মেধাবী শিক্ষার্থী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদি এসব মেধাবী শিক্ষার্থী টাকার অভাবে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে না পারে, যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় তাদের জীবন, তবে এ দায় কার? তাই আমাদের প্রত্যাশা সরকার খুব দ্রুত এসব অসুস্থ প্রবণতা রোধ করুক, যেন শিক্ষার প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই- যার টাকা নাই সে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। যার কারণে মেধাবী শিক্ষার্থী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদি এসব মেধাবী শিক্ষার্থী টাকার অভাবে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে না পারে, যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় তাদের জীবন, তবে এ দায় কার?